৩

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ আগস্ট ২০০৪

র‍্যাব সমাচার

ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর

গত ১ আগস্ট গাজীপুরে উপনির্বাচন হলো ফ্যাসিস্ট-লুটেরা শক্তি কর্তৃক খুনকৃত সাংসদ আহসান উল্লাহ মাস্টারের নির্বাচনী এলাকায়। সর্বজনপ্রিয় সাংসদের খুনের প্রতিবাদ জানালেন এলাকাবাসী আহসান উল্লাহ মাস্টারের ছেলে আওয়ামী লীগ মনোনীত জাহিদ আহসান রাসেলকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়ী করে। নির্বাচনের প্রচারণা পর্বে এই এলাকায় প্রায় ১০ দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘোরা, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলা এবং তাদের মিছিল ও সভায় অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিল আমার। জানার সুযোগ হয়েছিল জনগণ থেকে কোন্ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে সাংসদ আহসান উল্লাহ মাস্টারকে প্রাণ দিতে হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জানা গেছে, সাম্প্রতিককালে এই জেলার ভূসম্পত্তি কোন দানবীয় শক্তি গ্রাস করে ফেলেছে এবং কিভাবে এই অশুভ শক্তির তৎপরতা জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য সাংসদ আহসান উল্লাহ মাস্টার তথ্য ও দলিলাদি সংগ্রহ করেছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় সর্বজনপ্রিয় আহসান উল্লাহ মাস্টারের খুনের প্রতিবাদে ওই ফ্যাসিস্ট-লুটেরা শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের ঘৃণা প্রকাশের সঙ্গে বিদ্যমান সরকারকে জালেম এবং আইনি পদ্ধতির বেশরম-বেলাজ লঙ্ঘনকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন সকল স্তরের মানুষ– চাষী, শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, গৃহবধূ, ছাত্রছাত্রী, দোকানদার, বয়সের ভারে নুয়ে পড়া বুড়ো-বুড়ি, ফকির-মিছকিন, সরকারি কর্মচারী, এমনকি সাধারণ পুলিশ বাহিনীর সদস্যবৃন্দও। আশ্চর্য হয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বলেছেন, এ কোন জাহেলিয়াতে বাস করছি আমরা? সরকারের ছত্রছায়ায় বিশেষ পুলিশ বাহিনী র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র‍্যাব আহসান উল্লাহ মাস্টার খুনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী সুমন মজুমদারকেও খুন করেছে। এর আগে সরকার খুনের তদন্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার বাতেনকে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে ঘুষ দেয়ার মিথ্যা ও হাস্যকর অভিযোগে জেলবাসে পাঠিয়েছে, বরখাস্ত করেছে। সবার ধারণা, আহসান উল্লাহ মাস্টারের আসল খুনিরা যাতে বিচারে রেহাই পায় তার জন্য র‍্যাবের এই হত্যাকাণ্ড এবং পুলিশ সুপার বাতেনের *জিল্লতি* ঘটানো হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে– র‍্যাব আসলে কী, এর পরিচালনা কিভাবে হয়, কার কাছে র‍্যাবের মগ দস্যুসদৃশ টুপি পরিহিত খুনি সদস্যরা দায়ী, খুন করার লাইসেন্স এই বাহিনীকে এই প্রজাতন্ত্রে কি সত্যিই দেয়া হয়েছে? খালেদা-নিজামীর সরকার ২০০৩-এর ১২ জুলাই সশস্ত্র পুলিশ ব্যাটালিয়ন (সংশোধন) আইনের মোড়কে র‍্যাব প্রতিষ্ঠা করেছে। আইন অনুযায়ী শৃঙ্খলাবাহিনীসহ বিভিন্ন কৃত্যে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ হতে প্রেষণে বা দ্বিতীয়নে এই বাহিনীর সশস্ত্র সদস্য ও অফিসারগণ নিযুক্ত হবেন (ধারা ৩-এর ৫ উপধারা)। অন্য কথায়, আইন অনুযায়ী র‍্যাব একটি মিশ্র বাহিনী, যাদেরকে অন্যান্য সার্ভিস, কার্যকরণ সূত্র অনুযায়ী মূলত পুলিশ ও সামরিক বাহিনী থেকে মেধা ও নিপুণতার নিরিখে এই বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং হবে। ওয়াকিবহাল মহল থেকে জানা, র‍্যাবের প্রাথমিক নিযুক্তি পুলিশ ও সামরিক বাহিনী থেকে রাজনৈতিক আনুগত্যের নিরিখে স্থিরীকৃত হয়েছে। র‍্যাবের সদস্য ও অফিসারবৃন্দ অপরাধ ও অপরাধমূলক কার্যাদির বিষয়ে গোপন তথ্য আহরণ করবেন এবং সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী যেকোনো অপরাধের বিষয়ে তদন্ত করবেন (ধারা ৬-ক, ৬-কক ও ধারা ৬-খ)। তদন্তের প্রক্রিয়ায় র‍্যাবের সকল অফিসারকে ফৌজদারি কার্যবিধি কোড, ১৮৯৮ বা ক্ষেত্রবিশেষে প্রযুক্ত আইন অনুসরণ করতে হবে। তদন্ত শেষ করে র‍্যাবের অফিসার সংশ্লিষ্ট থানার ভারাপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন দেবেন এবং থানার ভারাপ্রাপ্ত অফিসার প্রতিবেদন পাওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যথাযোগ্য আদালত বা ট্রাইব্যুনালের কাছে তা প্রেরণ করবেন (ধারা ৬-গ)। র‍্যাবের সকল অফিসার অপরাধ তদন্ত করা কিংবা এই আইনের মোড়কে ওই অপরাধে উত্থাপিত মামলার বিষয়ে যেকোনো কর্তব্য পালনক্রমে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী একজন পুলিশ অফিসার যেসব ক্ষমতা প্রয়োগ করেন কিংবা দায়িত্ব পালন করেন তা প্রয়োগ ও পালন করতে পারবেন (ধারা ৬-গ) বলে বিধিত হয়েছে।

র‍্যাবের এই আইনের বিষয়ে কতিপয় বিভ্রান্তি সহজেই দৃষ্টিতে আসে। এক, র‍্যাবের মিশ্র গঠন এই বাহিনীকে একটি পৃথক বাহিনীর একক মানস ও মূল্যবোধ দিতে সক্ষম হবে না বলে মনে হয়। যদ্দুর জানা গেছে, সমকালে র‍্যাবে পুলিশ সার্ভিস থেকে সকল সদস্য ও সামরিক বাহিনী থেকে অধিকাংশ অফিসার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এইভাবে অন্তর্ভুক্তির মূল বিবেচনা ছিল শাসকগোষ্ঠীর প্রতি ছাত্রাবস্থা থেকে আনুগত্য, অর্পিত দায়িত্ব পালনে ইতোমধ্যে প্রদর্শিত নিপুণতা নয়। প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন সার্ভিস ও বাহিনী থেকে প্রেষণে বা দ্বিতীয়নে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থ হলো তাদের পদোন্নতি ও চূড়ান্ত শাস্তি বিধান মূল সার্ভিসের প্রশাসকরা করবেন। সদস্য ও অফিসারদের আনুগত্য এভাবে তাদের স্ব-স্ব মূল সার্ভিসের অনুকূলে থাকা এবং প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ সেসব সার্ভিসের মোড়কে হওয়ার ফলে র‍্যাবের মোড়কে প্রত্যাশিত সম্ভ্রান্ত সার্ভিসের মানস, মূল্যবোধ ও নিপুণতা গড়ে তোলা কঠিন হবে। অন্যান্য সার্ভিসে (উদাহরণত বাংলাদেশ রাইফেলস) প্রেষণে ভিন্নতর সার্ভিস থেকে কেবল কতিপয় অফিসার নেয়া হয়, সকল সদস্য ও অফিসার নেয়া হয় না। পুলিশ বাহিনীতে জেনারেল জিয়াউর রহমানের আনুকূল্যে সামরিক বাহিনী থেকে অফিসার নেয়া হয়েছিল। কিন্তু এর ফল ভালো হয়নি। দুই, র‍্যাব কোন ক্ষেত্রে বা কার বিরুদ্ধে কি অপরাধের বিষয়ে তদন্ত করবে সে নির্দেশ সরকার দেবে অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সরকারের তরফ হতে রাজনৈতিক বিবেচনায় নির্বাচিত ভাবে ও ক্ষেত্রে, বিশেষত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিশেষ তদন্ত ও কার্যক্রম প্রযুক্ত করার পরিধি রাখা হয়েছে। আইনের মোড়কে কতিপয় বিশেষ বা জঘন্য অপরাধ তদন্তের দায়িত্ব এদের দিলে এই ধরনের অশনি সম্ভাবনা থাকত না। তিন, অপরাধের তদন্ত কেবল ফৌজদারি কার্যবিধি কোড বা প্রচলিত আইনে বিধৃত প্রক্রিয়া অনুযায়ী হবে এই বিধানের অর্থ হলো র‍্যাব দেওয়ানি ও ফৌজদারি সকল অপরাধের বিষয়ে তদন্ত করতে পারবে। দেওয়ানি ও ফৌজদারি দুই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ বাহিনী দিয়ে তদন্ত করার ক্ষমতা ও নিপুণতা অর্জন

করা বা গড়ে তোলা কঠিন। দৃশ্যত দেওয়ানি ক্ষেত্রে অপরাধ তদন্ত করার বিশেষায়ন গড়ে তোলার জন্য র‍্যাবকে কার্যকর করা মুশকিল হবে। চার, র‍্যাবের তদন্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের মাধ্যমে যথাযোগ্য আদালতে অগ্রায়ণ করার বিধিত পদ্ধতি কার্যকরণ সূত্র অনুযায়ী যথার্থ নয়। তদন্ত প্রতিবেদনের ওপর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পরামর্শ বা মন্তব্য না নিয়ে কেবল অগ্রায়ণ করার অর্থ আর একটি অহেতুক ও সেজন্য অযৌক্তিক বা অযথা কাগজ প্রক্রিয়াকরণের স্তর সৃষ্টি করা। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার আদালতে প্রেরণীয় সকল প্রতিবেদন তাঁর উর্ধ্বতন অফিসার বা পুলিশ সুপারের মাধ্যমে প্রেরণ করেন। এ ক্ষেত্রে পুলিশ সুপারকে এড়িয়ে আদালতে প্রতিবেদন প্রেরণ তার তত্ত্বাবধায়ক পরিধিতে বিভ্রান্তি আনবে। মামলা বিষয়ক তদন্তের পর থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার প্রতিবেদনের ফলাফল সাধারণত চূড়ান্ত প্রতিবেদন বা চার্জশিট অবয়বে পুলিশ সুপারের তত্ত্বাবধানের মোড়কে আদালতে পাঠিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে র‍্যাবের তদন্ত প্রতিবেদন, কিভাবে বা অবয়বে পাঠানো হবে তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। র‍্যাবের তদন্তের ওপর ম্যাজিস্ট্রেসি বা আদালতের তত্ত্বাবধান বা নিরীক্ষণ কতটুকু বা কী প্রক্রিয়ায় হবে তাও নির্দিষ্ট করা হয়নি। এই বিষয়ে পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গলে বিধৃত বিধি অনুসরণ করা হবে কিনা তা উল্লিখিত হয়নি। পাঁচ, পুলিশের মহাপরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে একজন অতিরিক্ত বা ডেপুটি মহাপরিদর্শকের পরিচালনায় ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) বিদ্যমান। এই বিভাগে অন্যান্য উপবিভাগের মধ্যে ফটোগ্রাফিক ব্যুরো, পদচিহ্ন বিশেষজ্ঞ, জাল মুদ্রা বিশেষজ্ঞ ও হস্তরেখাবিশারদ বিদ্যমান (পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গল, রেগুলেশন ৬১১-৬৫৭)। বিশেষ ও জঘন্য অপরাধের তদন্ত সাধারণত এই বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এই বিভাগের বিশেষ দায়িত্বের সঙ্গে র‍্যাবের দ্বিত্বায়ন এবং ফলত রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয়ের সমূহ সম্ভাবনা। ছয়, পুলিশ আইন, ১৯৬১ অনুযায়ী পুলিশের প্রশাসন পুলিশের মহাপরিদর্শকের ওপর ন্যস্ত। পুলিশের মহাপরিদর্শক সরকারের নির্দেশ ও নীতি অনুযায়ী এই ক্ষেত্রে আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করেন। পুলিশের মহাপরিদর্শকের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ পরিধির বাইরে এই সরকারি প্রত্যক্ষ নির্দেশের মোড়কে র‍্যাবের পরিচালনা ও কার্যকরণ স্বীকৃত সংগঠন-সূত্র বিরোধী। র‍্যাব সংক্রান্ত আইনটি ভালোভাবে পরীক্ষা করে প্রণয়ন করলে এসব বিভ্রান্তি হয়তো থাকত না। সম্ভবত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার লক্ষ্যে তাড়াহুড়ো করে আইনটি প্রণীত হয়েছে বলে এসব বিভ্রান্তি দূর করা যায়নি। হাল আমলের আইন প্রণয়নবহির্ভূত বিষয়ে প্রযুক্ত সংসদ ভালো করে আইনটির সকল দিক দেখার অবকাশ পায়নি বলেই মনে হয়। আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত জনৈকের ভাষ্য: র‍্যাব সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তাঁর দায়িত্বের ভারি লাগেজ বেশি তাড়াতাড়ি করে টেনে সংসদীয় চেকপোস্ট পার করতে চেয়েছেন। আইনমন্ত্রী মওদুদ একই ক্ষেত্রের সহযোগী হয়ে আইনটির খসড়ার বোঝা ভালো করে তালাশি করার মানস, সুযোগ কিংবা ফুরসত কোনটাই নাকি পাননি।

র‍্যাবের আইনের সুবিবেচনীয় দিক হলো– ফৌজদারি কার্যবিধি কোড অনুসরণ করার বাধ্যকতা। তদন্তের এক প্রধান মাধ্যম তালাশির প্রক্রিয়ায় অপরাধীকে খুঁজে বের করা এবং অপরাধ সংক্রান্ত আলামত, দলিল ও প্রমাণাদি আহরণ করা। এই তালাশির মোড়কে র‍্যাব কর্তৃক নাগরিকদের প্রতি অমানবিক আচরণ, বিনা কারণে তাদের বন্দিকরণ বা বিকলাঙ্গকরণ, এমনকি খুন করার অভিযোগ উঠেছে। ফৌজদারি কার্যবিধি কোডের ৯৬, ১০১, ১০২, ১০৩, ১৬৫ ও ১৬৬ ধারা অনুযায়ী তালাশি করার কথা। ধারা ৯৬ অনুযায়ী তালাশির পরোয়ানা আদালত কর্তৃক ইস্যু করণীয়। ধারা ১০৩ অনুযায়ী এই ধরনের তালাশি সর্বাংশে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, স্থানীয় এলাকার অন্ততপক্ষে ২ জন সম্মানিত ব্যক্তির উপস্থিতিতে করার বিধান রয়েছে। ধারা ৬৫ অনুযায়ী একমাত্র থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত থানার সঙ্গে সংযুক্ত পুলিশ অফিসার লিখিত অবয়বে কারণ লিপিবদ্ধ করে বিলম্ব পরিহার করার লক্ষ্যে থানাধীন যেকোনো এলাকায় আদালতের অনুমোদন ছাড়া কোডের ১০২ ও ১০৩ ধারা অনুসরণ করে তালাশ করতে পারেন। ধারা ৭৫ অনুযায়ী গ্রেফতারি পরোয়ানা সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক ইস্যু করণীয়। কোডের ৫৪ ধারা অনুযায়ী একমাত্র পুলিশ কর্তৃক আমলযোগ্য অপরাধ করলে বা সুনির্দিষ্টভাবে এসব অপরাধকরণে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারে। কোডের ৬০ ও ৬১ ধারা অনুযায়ী পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, অনধিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত করার বিধান রয়েছে। ধারা ৬২ অনুযায়ী আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়া গ্রেফতারকৃত সকল ব্যক্তির বিবরণ ম্যাজিস্ট্রেসিকে জানানোর বিধান বিদ্যমান। কোডের ১৭৬ ধারা অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদন ছাড়া ২৪ ঘণ্টার বেশি পুলিশ হেফাজতে কোনো আসামি বা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে রাখা যায় না। বিচারপতি হামিদুল হক ও সালমা মাসুদ সম্প্রতি সংবিধানে বিধৃত মানবাধিকারের আলোকে পুলিশী হেফাজতে আসামি থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের অপচেষ্টা রোধের লক্ষ্যে বিস্তারিত অবয়বে বিচার বিভাগীয় নির্দেশাবলী দিয়েছেন। কোডের ১৬৩ ধারা অনুযায়ী কোনো সাক্ষীকে বিবৃতি বা স্বীকারোক্তি দেয়ার জন্য ভয়, ভীতি বা লোভ দেখানো যায় না। দেশের সংবিধান অনুযায়ী গ্রেফতারকৃত কোনো ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন না করে প্রহরায় আটক রাখা এবং তাঁর মনোনীত আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শের এবং তাঁর দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হতে বঞ্চিত করা যায় না (অনুচ্ছেদ-৩৩)। কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা না দেয়া কিংবা নিষ্ঠুর অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড না দেয়া কিংবা অনুরূপ ব্যবহার না করার বিধানও সংবিধানে বিদ্যমান [অনুচ্ছেদ-৩৩(৩)]। র‍্যাবের সাম্প্রতিক তৎপরতার যেসব তথ্য সংবাদপত্রে ইদানীং বিদিত হয়েছে তাতে মনে করা অসঙ্গত হবে না যে র‍্যাবের অফিসার ও সদস্যরা সংবিধান ও আইনের এই বিধানাবলীর বিষয়ে অবগত নন কিংবা তাঁদের এ বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণই দেয়া হয়নি। তদন্ত ও গ্রেফতার করার প্রক্রিয়ায় ম্যাজিস্ট্রেসির বা বিচার বিভাগীয় তত্ত্বাবধানের যুগ-স্বীকৃত বিধানাবলী না মেনে চললে যেকোনো আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করতে পারে। র‍্যাব সংক্রান্ত আইন ও প্রণীতব্য বিধিসমূহ এ প্রেক্ষিতে সংশোধিত ও প্রণীত না হলে নাগিরকদের সামনে সমূহ বিপদ বিদ্যমান। এই প্রেক্ষিতেই সম্ভবত ডেইলি স্টার জুলাই ২৩-এ সম্পাদকীয়তে দানব হওয়ার আগে র‍্যাবের রাস টানতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এখনই এ রাস না টেনে ধরলে র‍্যাবই সরকার হয়ে দাঁড়াবে বলে ডেইলি স্টার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। সাম্প্রতিককালে র‍্যাবের তৎপরতার নিরিখে বলা চলে যে র‍্যাব তার তালাশিমূলক অভিযান হাতে নেয়ার আগে যথাযোগ্য আদালত থেকে তালাশি পরোয়ানা নেয়নি। যথাযোগ্য আদালত কর্তৃক ইস্যুকৃত পরোয়ানার অনুপস্থিতিতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৫ ধারা অনুযায়ী

তাড়াতাড়ি তালাশি করার প্রয়োজনে তারা তালাশির উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট থানায় সংযুক্ত হয়ে তালাশির অনুমোদন থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার থেকে নেয়নি। আসামি বা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার বা হেফাজতে নিয়ে বিবৃতি বা স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টায় বা ভিন্নতর উপায়ে অপরাধ বিষয়ক তথ্য আহরণে র‍্যাব তেমনি ফৌজদারি কার্যবিধি কোডের লঙ্ঘন ঘটিয়েছে। গাজীপুরের সুমন মজুমদারকে কোন মামলার বা অভিযোগের আসামি না হওয়া সত্ত্বেও কেবল খুনকৃত সাংসদের হত্যার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হওয়ার কথিত কারণে গ্রেফতার ও হত্যার কাহিনী র‍্যাবের বেআইনি দাপটের ক্রূরতম দৃষ্টান্ত হয়ে সুশীল সমাজের বিবেককে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছে। এক্ষেত্রে তদন্ত করার নির্দেশ আইনানুগভাবে সরকার দিয়েছিল কিনা এবং দিয়ে থাকলে কেন দিয়েছে তা জনগণের জানা প্রয়োজন। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও ফৌজদারি কার্যবিধি কোড অনুযায়ী তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে বলা চলে।

পৃথিবীর কতিপয় দেশে অপরাধ তদন্ত ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ সংগঠন তথা পুলিশের অতিরিক্ত সংগঠন বা এজেন্সি হিসেবে বিশেষ তদন্তের জন্য ভিন্নতর বা বিশেষায়িত সংগঠন বা পুলিশ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন, ভারতের সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী উদাহরণ হিসেবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এসব দেশের সরকারের গঠন ফেডারেল প্রকৃতির। এসব দেশের ফেডারেল সরকার বিশেষ অপরাধ বা স্থানীয় সরকারের বিষয়াধীন অপরাধের বাইরের অপরাধ তদন্ত ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে এসব সংগঠন এসব দেশে প্রতিষ্ঠা করেছে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী জুলফিকার আলী ভুট্টোর সৃজন। আইনি অসঙ্গতি এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় পরিচালনার ফলশ্রুতিতে এই বাহিনী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনকরণে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই বাহিনীর হাতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে খুন করার দায়ে পরে ভুট্টোকে ফাঁসিতে লটকানো হয়েছিল। ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা আইনের মোড়কে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বলয়ের বাইরে সৃজিত প্রতিষ্ঠান। বিশেষ অপরাধ তদন্ত ও দমনের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা ফলপ্রসূতার নিরিখে স্বীকৃতি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের এফবিআইয়ের ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সময় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এর ব্যবহার তার অভিশংসন ডেকে এনেছিল। এসব প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বাংলাদেশের র‍্যাব দুটি দোষে দুষ্ট: এক, একক সরকারের সাংগঠনিক কাঠামোয় এই ধরনের বিশেষ বাহিনী বা সাধারণ পুলিশ সংগঠন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও সম্ভ্রান্ত মোড়লী মোড়কের তদন্ত বাহিনী প্রত্যয় হিসেবে নতুন এবং অভিজ্ঞতার পরীক্ষায় ফলপ্রসূ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখনও উত্তীর্ণ নয়। দুই, এই বাহিনীর গঠন ও পরিচালনায় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনের পরিধি সুস্পষ্ট মাত্রায় বিদ্যমান। সরকার তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ নির্দেশে পরিচালিত র‍্যাবের দানবীয় তৎপরতা এই পরিধি উৎসারিত স্বল্পমেয়াদি সরু রাজনৈতিক গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধারের পাঁয়তারা ইতোমধ্যেই প্রতিফলিত করেছে। বলা প্রয়োজন, গোষ্ঠীগত রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের বলয় থেকে র‍্যাবকে মুক্ত না রাখতে পারলে একে কোনক্রমেই গণস্বার্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়া যাবে না। ব্রিটিশ আমলেই এ কথা স্বীকৃত হয়েছে যে... No police force can work successfully unless it wins the respect and good will of the public and secures its cooperation (দ্রষ্টব্য, The Police Act-1861, S-12 & the Police Regulation of Bengal, R-33). এই বিষয়ে সরকার ও জনগণকে মনে রাখতে হবে যে প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে পুলিশ অপরাধ দমন করার প্রক্রিয়ায় কোনক্রমে কোন অংশেই নিপীড়নমূলক সংস্থার ভূমিকায় নামতে পারে না। ডেইলি স্টারের ভাষায়, যেকোন সভ্য সমাজের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে একটি মৃত্যুই অসহনীয় সংখ্যক মৃত্যুর নামান্তর। র‍্যাবের পরাক্রমে ইতোমধ্যেই আইনবহির্ভূতভাবে পুলিশি হেফাজতে একাধিক মৃত্যুর ঘটনা এই বিষয়ে পুলিশ বাহিনীকে সুসংহত করার কার্যক্রমকে কালিমা মাখিয়েছে, সাধারণ পুলিশ বাহিনী বা এর সংগঠন জনগণের অর্থে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা জনগণের উপলব্ধির পরিধি থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকরণ ও অপরাধ প্রতিরোধকরণ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যয় হয়েছে ২১৮৭ কোটি ৫৯ লাখ টাকা। ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরের বাজেটে এ বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছে ২৩৬৬ কোটি ৯৭ লাখ টাকা বা ১৭৯ কোটি ৩৮ লাখ টাকা বেশি। অতিরিক্ত প্রকৃত ব্যয় এই বছরে ২৫০ কোটি টাকা দাঁড়িয়ে যাবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। ধারণা করা হচ্ছে, এই আশঙ্কিত অতিরিক্ত ব্যয়ের সিংহভাগ র‍্যাব বাবদ প্রযুক্ত হবে। জনগণের অর্থ অধিক মাত্রায় ব্যয় না করে একই উদ্দেশ্য অর্জনে সরকারের মিতব্যয়ী হওয়া নিঃসন্দেহে জনস্বার্থিক। এই প্রেক্ষিতে সাধারণ পুলিশ সংগঠনে বিদ্যমান সিআইডি বা ফৌজদারি তদন্ত বিভাগকে শক্তিশালী করে র‍্যাব বাবদ ঐ অতিরিক্ত ব্যয় পরিহার করা শ্রেয়। এই পটভূমিকায় ইতোমধ্যে সৃজিত র‍্যাবকে ঐতিহ্যবাহী ও যুগ-পরীক্ষিত সিআইডিতে আত্তীকরণ করলে জনগণের অর্থের ব্যয়ও কমবে এবং ফৌজদারি কার্যবিধি কোড অনুযায়ী বিশেষ অপরাধের তদন্ত ও দমন করার প্রচেষ্টা মানবাধিকার লঙ্ঘন করার কালিমা থেকে মুক্ত থাকবে। দেশে প্রতিঘণ্টায় এখন একজন করে নাগরিক খুন হচ্ছেন। এই সংখ্যার মধ্যে রাজনৈতিক কারণে খুনের সংখ্যা গত ৩৩ বছরের গড় সংখ্যার চেয়ে আশঙ্কাজনক মাত্রায় বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অস্ত্র চোরাচালানের বিদিত অবাধ পরিধি এবং সরকারের নির্লিপ্ততা এক্ষেত্রে খুনের প্রবণতাকে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। খুনের তদন্ত প্রক্রিয়ায় দ্রুততা, দৃঢ়তা ও নিরপেক্ষতার অভাব, মিথ্যা মামলার বিনাশী বিস্তৃতি দেশকে অবারিত খুনের অভয়াশ্রমে রূপান্তরিত হওয়ার পর্যায়ে নিয়ে গেছে। তর্কাতীতভাবে এক খুন আর এক খুনের প্রতিরোধক কিংবা শাস্তি নয়। খুন আর অপরাধ প্রতিরোধের চেষ্টায় র‍্যাব কিংবা কোন বাহিনীকেই প্রজাতন্ত্রের গণতান্ত্রিক কাঠামোয় খুন করার লাইসেন্স দেয়া হয়নি, দেয়া যায় না বলেই ব্যয় ও বিভ্রান্তি বহুল নতুন বাহিনীর অবতারণা না ঘটিয়ে যুগ- পরীক্ষিত ঐতিহ্যবাহী কাঠামোর সংস্কার ও সম্প্রসারণ শৃঙ্খলাবাহিনী হিসেবে পুলিশ সার্ভিসের ফলপ্রসূতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রয়োজন।

ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর: প্রাক্তন সচিব, রাজনীতিবিদ